দৈনিক ইত্তেফাক
DEC 2003
তারিখ
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

শিক্ষার দুর্গতি ঠেকাতে হবে শিক্ষকদেরই

জাফর ইকবাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শিক্ষা যদি নিছক ব্যবসা হয় তাহলে এ ব্যবসাও শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা নয় এবং ইতিমধ্যে অনেক কিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে শুরু করেছে। মাত্র কিছুদিন আগেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রি-গ্রাজুয়েট কিংবা পোস্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অভিভাবকের অর্থে দেশের বাইরে পড়তে যেত। এখন কিন্ডারগার্টেন পর্যায়ের ছেলেমেয়েদেরও অনেক অভিভাবক দেশের বাইরে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যারা দেশের বাইরে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করতে পাঠাচ্ছে তাদের পরিষ্কার বক্তব্য, স্বল্প পয়সায় অধিক নিরাপত্তার জন্যেই তারা বাধ্য হচ্ছেন এই উদ্যোগ নিতে। তাদের কোন বিকল্প নেই। অর্থ ধ্বংসের প্রতিযোগিতা এবং টেনশনে থাকার জটিলতা নিরসন করতে হলে ভিন্ন বিকল্পতো নেই। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা যদি আগামীতেও একই থাকে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশ যাবার হার বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বৈদেশিক মুদ্রা ধ্বংস হচ্ছে এই অজুহাত তুলে কোনভাবেই ঠেকানো যাবে না এই প্রক্রিয়া। কারণ একজন নাগরিকের সুযোগ আছে নিরাপত্তার জন্যে, ভাল শিক্ষার জন্যে সন্তানটিকে বিদেশে পাঠানোর। সরকারীভাবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলার কোন সুযোগ নেই।

আমাদের শিক্ষক সমাজ হয়ত বলতে পারেন, বিদেশে শুরু থেকেই যারা পড়াশুনা করছে বা করতে যাচ্ছে তারা দেশে ফিরতে চাইলেও পারবে না, স্থানীয় কারিকুলামের সাথে তারা অগ্রসর হতে পারবে না। এটাও একটা ঠুনকো যুক্তি। স্থানীয় কারিকুলামের প্রতিপক্ষে স্থানীয়ভাবে আন্তর্জাতিকমানের কারিকুলাম চালু হয়ে গেছে স্বাধীনতার বেশ আগে থেকেই। সুতরাং একমাত্র মাতৃভাষায় কথা বলার বিষয়ে যৎসামান্য অসুবিধা ভিন্ন আর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাবার কথা নয় বিদেশে ছেলেমেয়েদের পড়লে। দেশে বিশাল দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে গ্রাম শহরের শিক্ষা পরিবেশে। তথাকথিত আধুনিকতার আশ্রয়ে শহরে শিক্ষাঙ্গনগুলো পরিণত হয়েছে অর্থ রোজগারের ফাঁদ হিসেবে। অসহায় অভিভাবকরা স্থান-কাল-পাত্রের সাথে কায়ক্লেশে নিজেদেরকে ঠেলে চলেছেন নিজের সন্তান কিংবা পোষ্যদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। সরকার অনেক কিছু বুঝেও সুযোগ নিতে পারছেন না অবস্থা পরিবর্তন করার। কারণ শিক্ষক সমাজ এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে মানুষ গড়ার কারিগর বিবেচনায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর অবস্থানেই রয়েছেন। তাছাড়া তারা ঐক্যবদ্ধ এবং রাজনৈতিক দিক থেকেও সুবিধাজনক অবস্থানেই আছেন। কিন্তু শিক্ষকদের এই অবস্থান চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকবে না, থাকার কথাও নয়। শিক্ষক সমাজ সাধারণ মানুষের অশ্রদ্ধার পাত্র হবেন কিংবা তারা জনরোষের শিকার হবেন তেমন অবস্থা আমাদের কারোরই কাম্য নয় অন্ততঃ জাতীয় স্বার্থেই। এ পর্যায়ে এখনো শিক্ষকবৃন্দের সুযোগ আছে সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ নেয়ার। শিক্ষকদের অনেক সংগঠন আছে, বড় বড় সংগঠন এবং জাতীয় পর্যায়ের সংগঠন। যে সমস্ত কথা আবেগতাড়িত হয়ে নিরুপায়ভাবে বলা হলো শিক্ষক সমাজ নিশ্চয়ই এগুলো জানেন। তারা তাদের সংগঠনগুলোর মাধ্যমে চাইলে পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে পারেন অনায়াসে। তাদের সুস্থ উদ্যোগ, জাতীয় স্বার্থে গৃহীত সৃজনশীল পরিকল্পনা এখনো সাধারণ মানুষের দ্বারা সমাদৃত হবে। আর সাধারণ মানুষ যে উদ্যোগে সমর্থন দেবে কোন গণতান্ত্রিক সরকার তার বিরুদ্ধে যেতে পারবে না বা যেতে চাইবে না। অবশ্য এক্ষেত্রে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, একা বা দুইজন শিক্ষক কিংবা শিক্ষক নেতা এই উদ্যোগ নিতে গেলে নিশ্চিতভাবেই তিনি বা তারা পরাজিত হবেন, কারণ তাদের প্রতিপক্ষের লোকজনদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাই আজকে প্রয়োজন হয়ে উঠেছে ব্যক্তিপর্যায়ে এবং সংগঠন পর্যায়ে জনমত গড়ে তোলার। এই জনমত গড়ার ব্যাপারে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ভুক্তভোগীদের কাছে টানতে হবে।

আজকে আর্থিক পরিমন্ডলে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সাধারণ মানুষ হয়ে উঠেছে ঐক্যবদ্ধ। সাধারণ মানুষের পর্যাপ্ত সচেতনতা এসেছে আধুনিকতা ও সামাজিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠার। সেক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্য ঠেকানোর মত জনমত পেতে অসুবিধা হবে না যদি সচেতন শিক্ষক সমাজ নিজেরা এই অনাচার দূরীকরণে আন্তরিক হন। এক্ষেত্রে সরকারের সমর্থনেরও অভাব হবার কথা নয়, কারণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার প্রশ্নে সরকার সোচ্চার সেক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে কখনোই পিছিয়ে থাকার প্রশ্ন আসতে পারে না। কিন্তু সরকার এককভাবে কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে বাধ্য। কারণ উন্নয়নকামী দরিদ্র দেশগুলোতে সাধারণ মানুষের ধারণাই হলো, সরকার শাসক, শাসকের কাজ শাসন করা, শাসন কখনোই পীড়নবিহীন হবার নয়। তাছাড়া রাজনৈতিক সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজন আর অপরিহার্যতাকে উপেক্ষা করেই শুধুমাত্র বিরোধিতার কারণেই বিরোধিতা করে প্রতিপক্ষ। এসমস্ত ক্ষেত্রে সরকার সরকারী উদ্যোগ সফল করার ঝুঁকি নিলে প্রতিপক্ষ ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করবে কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের।

অতিসম্প্রতি সমাজ সচেতন একটি গোষ্ঠী সুশীল সমাজের পরিচয়ে অনেক নতুন উদ্যোগ সফল করার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন এবং তাদের কর্মকান্ডের মৌলিকত্ব যা লক্ষ্য করা গেছে তাতে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিষয় অবধারিতভাবেই প্রাধান্য পেয়েছে। সংগত কারণেই এই সুশীল সমাজের প্রতি আমন্ত্রণ রাখা যায় পুরো শিক্ষা পরিবেশ পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়ার। জনমত সৃষ্টিতেও সুশীল সমাজ যথার্থ ভূমিকা রাখার উদ্যোগ নিতে পারে, কারণ সুশীল সমাজের পরিচিতি বহনকারীরা বিতর্কিত পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি থেকে অদ্যাবধি দূরেই রয়েছেন।

শিক্ষকরাই আসুন আর সুশীল সমাজই অগ্রসর হউক, কাউকে না কাউকে এই অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবেই। রবি ঠাকুরের গানের কলি,........ ডাক শুনে কেউ না এলে, একলা চলো .... বলার সামাজিক পরিবেশ কিংবা নেতৃত্ব আজকে আমাদের দেশে একেবারেই অনুপস্থিত। দশচক্রে যে দেশে ভগবানও ভূত বনে যায় ঠিক সেখানে প্রচন্ড সংঘবদ্ধ স্বেচ্ছাচারীদের প্রতিপক্ষে দাঁড়ানো দুরূহ কর্মই বটে।

আজ আমাদের শিশু-কিশোরদের পড়াশুনার সুযোগ দিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলো যেভাবে বাণিজ্য করে চলেছে ঠিক এই বাণিজ্যটি তো আমাদেরই করার কথা ছিল, কারণ আমাদের শিক্ষার অতীত ঐতিহ্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর কারো চাইতে কম ছিল না। এটা আমরাই ধ্বংস করেছি। এই ধ্বংসের পেছনে কাজ করেছে অতীতের সামন্তবাদী প্রশাসন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা যা ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার করেছে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে আর শিক্ষকদের জ্ঞান বাহকের পরিচয় দিয়ে ঠেলে দিয়েছে অন্যায় আর অনাচারে ভরা অবৈধ আয়ের উৎসের দিকে। সন্দেহাতীতভাবেই বিষয়টি দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। কিন্তু পচন ধরা শরীরের সুচিকিৎসা দেয়া ভিন্ন অঙ্গচ্ছেদের কথা ভাববারও তো অবকাশ নেই। একজন পুরোনো রোগী রোগ যন্ত্রণা যতটা অনুভব করেন চিকিৎসক নিজে রোগী না হলে তা বুঝেন না যদিও তিনি রোগ উপশমের ব্যবস্থাপত্র দেয়ার দায়িত্ব পালন করেন, এই উদাহরণটিকে বিবেচনায় এনেই পুরো পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের যৌথভাবে এগিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানানোটাই বোধকরি এক্ষেত্রে উত্তম ও অগ্রগণ্য বিষয় বিবেচনা করাটাই যথার্থ হবে।

আজকে আর্থিক পরিমন্ডলে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সাধারণ মানুষ হয়ে উঠেছে ঐক্যবদ্ধ। সাধারণ মানুষের পর্যাপ্ত সচেতনতা এসেছে আধুনিকতা ও সামাজিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠার। সেক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্য ঠেকানোর মত জনমত পেতে অসুবিধা হবে না যদি সচেতন শিক্ষক সমাজ নিজেরা এই অনাচার দূরীকরণে আন্তরিক হন। এক্ষেত্রে সরকারের সমর্থনেরও অভাব হবার কথা নয়, কারণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার প্রশ্নে সরকার সোচ্চার সেক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে কখনোই পিছিয়ে থাকার প্রশ্ন আসতে পারে না।